

33866 - মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলে কি মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়?

প্রশ্ন

মৃতব্যক্তির জন্য অশ্রু ঝরিয়ে কাঁদলে কি মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়? এমনকি সটো যদি দীর্ঘদিন পরে হয় তবুও?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একাধিক হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, মৃতব্যক্তির পরিবারের কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। এ হাদিসগুলোর মধ্যে রয়েছে সহহি মুসলিম সংকলিত (৯২৭) ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বর্ণনা করেন যে, হাফসা (রাঃ) উমর (রাঃ) এর জন্য কাঁদছিলেন। তখন উমর (রাঃ) বলেন:ওরে বটে থাম! তুমি কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় পরিবারের কান্নাকাটির কারণে মৃতব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়”।

তবে একাধিক ঘটনায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদেছেন। যমেন: তাঁর ছলে ইব্রাহিমের মৃত্যুর সময়; যা সহহি বুখারী (২/১০৫) ও সহহি মুসলিম (৭/৭৬)-এ আনাস (রাঃ) এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে তাঁর এক ময়েকে দাফন করার সময় তিনি কাঁদেছেন; যমেনটি সহহি বুখারীতে আনাস (রাঃ)-এর হাদিসে এসেছে।

অনুরূপভাবে তাঁর কোন এক নাতীর মৃত্যুতেও তিনি কাঁদেছেন; যমেন সহহি বুখারী (১২৮৪) ও সহহি মুসলিম (৯২৩)-এ সংকলিত উসামা বনি যায়দে (রাঃ)-এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে।

যদি জিজ্ঞাসে করা হয়: আমরা কভাবে এ হাদিসগুলোর মাঝে সমন্বয় করব? যে হাদিসগুলো মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদতে বারণ করে; আবার অন্য হাদিসগুলো সটোর অনুমতি দেয়?

জবাব:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজস্ব সটো ব্যাখ্যা করছেন; যা সহহি বুখারী (৭৩৭৭) ও সহহি মুসলিম (৯২৩)-এর হাদিসে এসেছে যে, উসামা বনি যায়দে (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জনৈক ময়েকে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ঘররে নাতরি মৃত্যুতে কাঁদছিলেন। তখন সাদ বনি উবাদা (রাঃ) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটিকী? তখন তিনি বললেন: এটা রহমত; যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যকে বান্দার অন্তরে স্থাপন করছেন। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল দয়াশীলদের প্রতী আল্লাহ দয়া করেন।“

নববী বলেন:

এ হাদিসেরে মর্ম হলো: সাদ (রাঃ) ধারণা করছিলেন যে, সব ধরণের কান্নাই হারাম এবং চোখে পানি আসা হারাম এবং ধারণা করছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ভুলে গিয়েছেন; তাই তিনি তার কাছে সটো উল্লখে করছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জানিয়েছেন যে, নছিক কান্না ও চোখে পানি আসা হারাম নয়; মাকরুহও নয়। বরঞ্চ সটো রহমত ও মর্যাদা। হারাম হলো: খদেদোক্তি ও বলিাপ; এবং এ দুটো মশিরতি কান্না কথিবা এর কোন একটি মশিরতি কান্না। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় আল্লাহ চোখেরে পানিও মন ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণে শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি এইটির কারণে শাস্তি দেন কথিবা দয়া করেন। তিনি হাত দিয়ে জহিবর দকি ইশারা করেন।”[সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ‘আল-ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২৪/৩৮০) মৃতব্যক্তির জন্য মা ও ভাইদের কান্নাতে কিকোন আপত্তি আছে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসতি হলো তিনি বলেন: “চোখেরে পানিও মন ভারাক্রান্ত হওয়াতে কোন গুনাহ নাই। কিন্তু খদেদোক্তি ও বলিাপ হলো নষিদিধ।”[সমাপ্ত]

মৃতব্যক্তির জন্য কাঁদা; এমনকি সটো দীর্ঘদনি পরে হলোও এতে কোন গুনাহ নাই। তবে শরত হলো এর সাথে যনে খদেদোক্তি, বলিাপ ও আল্লাহর তাকদীরেরে প্রতীঅসন্তুষ্টিনা থাকে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়েরে কবর য়িয়ারত করে কদেছেন এবং তাঁর চারপাশে যারা ছিল তাদেরে সবাইকে কাঁদিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন: আমি আমার প্রভুর কাছে মায়েরে জন্য ক্ষমা প্রার্থনার করার অনুমতি চিয়েছি। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিনেন। তখন আমি তাঁর কাছে মায়েরে কবর য়িয়ারত করার অনুমতি চিয়েছি। তিনি আমাকে এটার অনুমতি দিয়েছেন। আপনারা কবরগুলো য়িয়ারত করুন। কারণ কবর য়িয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[সহি মুসলিম (৯৭৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।